দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ: 26 JUL 2017
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ২

এবারও হচ্ছে না গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা

এম এইচ রবিন ●

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

এবারও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গুচ্ছ (ক্লাস্টার) পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে না। ফলে সারা দেশে দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। এতে তাদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সময় ও সুযোগ নষ্ট হবে। তারা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চাইলেও বিষয়টির বিরোধিতা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এ কারণে প্রায় অর্ধযুগ ধরে সরকার এই পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালুর চেষ্টা করলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগও কমছে না।

গত বছরের ১৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫ পেশ করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ সময় উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতি ইউজিসিকে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য গুচ্ছ পদ্ধতিতে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপরও বিষয়টি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। অথচ প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নির্ঘুম রাত কাটে শিক্ষার্থীদের। একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা পড়ে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। আগের দিন একটিতে পরীক্ষা দিয়েই পরদিন অন্যটিতে পরীক্ষায়

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

এবারও হচ্ছে না

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) অংশ নিতে ছুটতে হয় দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে। পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও দৌড়াতে হয়। শুধু তা-ই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আলাদা ভর্তি পরীক্ষার কারণে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হন। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে তারা মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন।

জানা গেছে, ইউজিসির প্রস্তাবনাটি ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক গুচ্ছে পরীক্ষা নেওয়া। যেমন– প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানসহ অন্যান্য অনুষদের জন্য আলাদা গুচ্ছে পরীক্ষা। এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা গেলে শিক্ষার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দৌড়ঝাঁপ, আলাদা ফরম কেনা ও পরীক্ষায় বসার জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি থেকে মুক্তি মিলবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ বিষয়ে একমত হতে না পারায় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানায় ইউজিসি।

এ বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান আমাদের সময়কে বলেন, গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত যেমন– কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্যাটাগরি ভিত্তিতে পরীক্ষা নিতে পারবে। এতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা পরীক্ষার প্রয়োজন পড়বে না। গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিলে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমে আসবে। তিনি বলেন, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের মতো করে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে বিষয়টি বাস্তবায়ন হবে। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

এদিকে ইউজিসির এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভর্তি পরীক্ষা নিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকজন শিক্ষককে গড়ে ১৭ থেকে ২৬২ ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি, ভর্তি ফরম কেনা ও পরীক্ষা দিতে যাওয়া-আসা বাবদ এক শিক্ষার্থীকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। ভর্তিচ্ছু ৭৬ শতাংশ শিক্ষার্থীই চান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা হোক। তাদের চাওয়া ও সমস্যা বিবেচনায় রেখে ইউজিসি গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরামর্শ দেয়।

এদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করা হয়েছে। আগামী ১৪ অক্টোবর শুরু হয়ে তা শেষ হবে আগামী বছরের মার্চ মাসে। এ ছাড়া এখনো পরীক্ষার সূচি নির্ধারণ করেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর